নিবেদনে বেদনা

কালি ও কলমের মাঘ সংখ্যা -১৪১২ তে সুসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার তার নিয়মিত কলাম 'নিবেদনে' সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে জানিনা হৃদয়ে কিঞ্চিত বেদনার উদ্রেগ করেছেন। সমরেশ মজুমদারকে হৃদয়বান সংবেদনশীল লেখক বলেই সবাই জানেন। বিশেষকরে নারীসমাজের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার উচ্চারণ নারী পাঠকদের তো বটেই প্রগতিশীল পুরুষ পাঠকদের মানসিকতার উৎকর্ষসাধনেও সহায়ক। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের লেখকদের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তায় ক্রমোন্নতি ঘটছে বলে লেখক আশাবাদী হয়েছেন তার এ সংখ্যার নিবেদনে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু প্রবন্ধটির দুটো জায়গায় তার দুটো মন্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি এবং মন্তব্য দুটো একটি নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যাও দাবী করে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের শুরুর দিকে তিনি উলেখ করেছেন 'কিন্তু এই আমেজে মজে আছেন বাংলাদেশের পাঠকরা। ঢাকার লেখকদের লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার তাদের অস্বস্তিতে ফেলে না, কারণ তাদের জীবনযাপনে ঐ শব্দগুলো নিত্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপা, ভাবি, খালা, খালু, ভাইয়া, ফুপা ইত্যাদি সম্মোধন উপন্যাসে থাকলে বাংলাদেশের পাঠকরা যখন মসৃণভাবে এগোচ্ছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা হোঁচট খাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের নিরানব্বই ভাগ পাঠক ব্যক্তিজীবনে এইসব শব্দ ব্যবহার করেন না। তাই এই বাতাবরণ সরিয়ে মূল কাহিনীর রস গ্রহণ করতে তাদের বড়ই অনীহা'। আমার আপত্তি 'নিরানব্বই ভাগ' শব্দটির নিরানব্বই ভাগেই। যতদূর জানি বেসরকারি হিসেবমতে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত জনগোষ্ঠির শতকরা প্রায় ঊনত্রিশ ভাগ মুসলমান (সামান্য কম বেশি হতেও পারে)। গেলবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোটার তালিকা অনুযায়ী মুসলমান ভোটার ছিলেন শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ। তাহলে নিরানব্বই ভাগ পাঠককেই লেখক হিন্দু পাঠক বলে ঠাওরালেন কীভাবে? নাকি তিনি বলতে চেয়েছেন জনসংখ্যার বিচারে মুসলমানরা যতভাগই হোক না কেন পাঠকসমাজ কেবল হিন্দুদের নিয়ে গঠিত? তাহলে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার, উত্তর চব্বিশ পরগনার বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠির কেউই কি পাঠক নন? নাকি লেখক এদের শিক্ষিত বলেই মনে করেন না?

এ বিষয়ের সূত্র ধরে আরও কিছু বেদনার কথা এসে যায়। এদেশের সুধীসমাজ আগেও এ বেদনার উলেখ করেছে। কোলকাতার তারা টিভিতে 'লাইভ দশটায়' অনুষ্ঠানে সঞ্চালক কবির সুমনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের একজন সাংবাদিকও বলেছিলেন 'আপনারা মুসলমানদের নাম ভুলভাবে উচ্চারণ করেন এবং লেখেনও ভুলভাবে'। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। বাংলাদেশের স্বনামধন্য শহীদ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শহিদুলাহ কায়সারের সুযোগ্যা কন্যা শমী কায়সার কোলকাতার এক টিভি চ্যানেলের ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছিলেন বেশ কবছর আগে। যখন সিরিয়াল শেষে অভিনেতাদের নাম ভেসে উঠতো টিভির পর্দায় তখন শমী কায়সারের নাম লেখা থাকতো 'সোমি কাইজার' বানানে। শমী নিশ্চয় তার অভিনয়ের চুক্তিনামায় তার নামটি পিতৃপ্রদত্ত বানানেই সই করতেন। তাহলে এ কেমন রসিকতা! আমার পরিচিত এক মেয়ের বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। তার নাম ফাতেমা। সে বলছিল তাকে তার হিন্দু প্রতিবেশীরা ডাকতেন 'ফতিমা' বলে। কেউ কেউ নাকি ওসবের ধার না ধেরে সরাসরি ডাকতেন 'প্রতিমা'। এ সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মানুষ, মানুষ!' ধারাবাহিকেও এক মুসলমান চরিত্র আছে যার নামের বানান লেখক করেছেন 'দায়ুদ'। জানিনা ঐ মুসলমান ছেলেটি তার নাম বানান অনুযায়ীই উচ্চারণ করেছিলেন কিনা। কিন্তু 'দাউদ' নামটি মুসলমানদের মধ্যে এতই প্রচলিত যে (যেমন দাউদ হায়দার, দাউদ আলী খান) লেখক কর্তৃক লিখিত বানানটি দৃষ্টিকে একটু পীড়িত করে বৈকি। তো পাশাপাশি বসবাস করেও এভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের দূরে সরিয়ে রাখলে বাংলাদেশের লেখকরা পশ্চিমবঙ্গে প্রিয় হয়ে উঠবেন কীভাবে? অথচ বাংলাদেশের মানুষেরা কত নির্ভুলভাবেই না পশ্চিমবঙ্গের (নিরানব্বইভাগ?) মানুষের নাম উচ্চারণ ও বানান করে থাকেন। আবার ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে আমরা বাংলা-সংস্কৃত নাম যত অবলীলায় রেখে দিতে পারি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি ভুলেও তাদের ছেলেমেয়েদের আরবি-ফারসি নাম রাখার কথা কল্পনা করতে পারেন? সবিনয়ে লেখককে জানাতে চাই, এই যে দুরত্ব রচনা করার মানসিকতা বা 'আমরাই বাঙালি' ভাবার উন্নাসিকতা দুই দেশের অধিবাসীদের 'প্রায় নিরানব্বই ভাগ একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও' পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের বাংলাদেশের লেখকদের বই পড়বার অভ্যাস তৈরি না হওয়ার একটা বড় কারণ।

প্রসংগত আরও একটা দিক উলেখ না করলেই নয় যে, বাংলাদেশের দর্শকরা কোলকাতার সবগুলি টিভি চ্যানেল ঘরে বসে উপভোগ করছেন কিন্তু নীতি-নির্ধারণীর দোহাই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ওদেশের দর্শকদের ঢাকার চ্যানেলগুলো দেখতে দিচ্ছে না। তাহলে লেখক যে নিবেদনের শুরুতেই খেদ প্রকাশ করেছেন 'পশ্চিম বাংলার লেখকদের লেখা বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয়, কিন্তু বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখকদের লেখায় পশ্চিম বাংলার পাঠকরা আলোড়িত হন না কেন?' আশাকরি লেখক অনুধাবন করতে পেরেছেন এর পেছনের বাধাগুলো কোথায় কোথায়। তিনি আবার আশাবাদীও হয়ে উঠছেন, না আর ভয় নেই, আরবি বা ধর্মীয় পারিভাষিক যে সকল অপরিচিত শব্দের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা বাংলাদেশের লেখকদের বই আপন ভাবতে

পারতেন না তারও সুরাহা হচ্ছে। কীভাবে? না, হিন্দি সিনেমা-সিরিয়ালে ঐসব শব্দ শুনতে শুনতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। তবে এ তো সত্যি যে হিন্দি ভাষাভাষীদের জীবনযাপন বাঙালিদের থেকে অনেকটাই আলাদা। আর একই ভাষা, মাটির একই ঘ্রাণ, একরকম গাত্রবর্ণ ও চেহারা, একই সামাজিক সংস্কৃতির মানুষের অভিনীত নাটক-সিরিয়াল প্রচারিত হতে না দিলে হিন্দি সিরিয়াল থেকে পাওয়া ঘড়ার জলেই ওদের স্নান সারতে হবে।

দ্বিতীয় বেদনাটির উদ্রেগ হয়েছে তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলামে বর্ণিত কয়েকটি লাইনে। এত সংবেদনশীল লেখককে আবারও একটু আঘাত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকদের কাছে এখনও জনপ্রিয়তায় শীর্ষে। তাঁর 'মহেশ' গল্পের মুসলমান চরিত্র গফুর তার সৃষ্ট অসাধারণ চরিত্রগুলির অন্যতম। এহেন মানবদরদী-পরধর্মসহিষ্ণু লেখক 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে ফুটবল ম্যাচের বর্ণনায় কেবল 'বাঙালি ও মুসলমানদের মধ্যে' শব্দগুলো ব্যবহারের জন্যে এখনও কারও কারও কাছে সাম্প্রদায়িক বলে যখন নিন্দিত হন বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটিমাত্র 'মুসলমানীর গল্প' লিখে সমালোচিত হওয়ার সুযোগ পান সেখানে আজ অর্ধশতাধিক বছর পর ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল আধুনিকমনস্ক পাঠকের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক সমরেশ মজুমদারও যদি বলেন 'বিস্ময় লাগে, একজন মুসলমান পাঠক বই পড়ার সময়ে একশো ভাগ বাঙালি হয়ে ওঠেন কী করে?' তাহলে কী নিয়ে লেখকের এত অনুতাপ? লেখক কি নিজের সাথেই স্ববিরোধীতা করলেন না? যে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্যে এদেশের বাঙালি সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলেছে, যে সংগ্রামের জন্যে সেই রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সারা পৃথিবীতে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, তারই ধারাবাহিকতায় লক্ষ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়ে মুসলমানদের কাছ থেকেই ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা তাদের কেবল মুসলমান বলতে সমরেশ মজুমদার কেন দ্বিধাবোধ করলেন না? ওদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিসাহিত্যিকরা তো আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন যে বাংলাদেশ ছাড়া ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা আর কোথাও বেঁচে থাকবে না।

অনেকে তো বাঙালি আর বাংলাদেশীর বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে মুরগি আগে না ডিম আগের মতো মুসলমান আগে না বাঙালি আগে - এ নিয়ে মহা হাঙ্গামা জুড়ে দেন। এদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব পহেলা বৈশাখ, এদেশে বসন্ত উৎসবে প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষেরাও নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, এদেশের নবান্নে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে, জারি-সারি-ভাটিয়ালি এ মাটির প্রাণ থেকে উৎসারিত। বর্ষার প্রকৃতি মানবমানবীমনে যক্ষ আর রাধার বেদনায় হাজির হয়। যে দেশের মানুষ তার আবহমান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে আযান আর কাসর ঘন্টা পাশাপাশি শুনে অভ্যস্ত সেদেশের 'পাঠকের কাছে ঠাকুরঘর, তুলসীতলা, পুজোপার্বন অথবা শ্রাদ্ধ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না'। বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালিরা মুসলমান বাঙালিদের সম্ভাষণ করেন আসসালামুআলাইকুম, খোদা হাফেজ, আপা, ভাইয়া, ভাবি, খালাম্মা ঈদ মোবারক বা হায় আলাহ বলে। আবার অনুরুপভাবে মুসলমান বাঙালিরা হিন্দু বাঙালিদের বলেন নমস্কার, শুভ বিজয়া, দিদি, বৌদি, দাদা, মাসী, ও ঈশ্বর ইত্যাদিতে। এ হচ্ছে সৌবন্ধনের সহাবস্থানকে শ্রদ্ধা করা। পশিচমবঙ্গ থেকে মহিলারা ঢাকায় বাজার করতে এলে ঢাকার দোকানদাররা তাদের দিদি বা বৌদি সম্মোধন করেন। অথচ ঢাকার মহিলারা কোলকাতার গড়িয়াহাটে গেলে দোকানদাররা তাদের আপা বা ভাবি ডাকেন না। বাংলাদেশের পাঠকরা 'পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের চেয়ে এক্ষেত্রে কেন এত উদার'?- আশাকরি প্রিয় সমরেশবাবুকে এ প্রশ্নের জবাব খানিকটা হলেও দিতে পেরেছি।

উম্মে মুসলিমা